আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলীর সভাপতিত্বে, অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আয়ুব হোসেন। তিনি বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন প্রতিষ্টা লাভ করবে, এ বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তি পালন করব, তার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করাবে, কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না, মাদক কে আমরা বয়কট করেছি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।

বর্তমানে আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো আছে, বিশেষ করে বর্তমান ওসি সাহেব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভলো রাখতে স্বর্বাত্বক চেষ্টা করছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মার্জাহান নিতু, সহকারি কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির, উপজেলা প.প.কর্মকর্তা ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, জেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি কাউছার আহম্মেদ বাবলু, সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, কৃষি অফিসার সোহরোয়ার্দী, শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, বিআর ডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার।

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, মৎস সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাহিনা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা, খাদ্যকর্মকর্তা মোফাখ্ খাইরুল, ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় থানার অফিসার ইনচার্জসহ বক্তাগণ বলেন করোনাকালীন আমদের সকলেই পরিবার পরিজনসহ সকলকে নিয়ে সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাছে। আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সরকার করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করবে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৩ হাজার ৬ শত ভ্যাকসিন পেয়েছি।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুরে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বামা মেশিন দিয়ে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করছে ইউনিয়ন পরিষদের দুই মেম্বর। সরকারি কাজের নামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম ভাঙ্গিয়ে দীর্ঘদিন এ বালি ব্যবসা চালিয়ে আসছে তারা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর ও নাগদাহ গ্রামের সারোয়ার মেম্বর দলবদ্ধ ভাবে এ বালি উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে বসতবাড়ি ও বাগানের পাশের পুকুর থেকে গভীর থেকে সিলিকা বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এ বালি গুলো সরকারি আশ্রয় প্রকল্পের নামে উত্তোলন করা হলেও তা খুচরা বাজারে ও বিভিন্ন বাড়ির কাজের জন্য বিক্রয় করে।

এ দিকে, গত নভেম্বর মাসে নাগদাহ ইউনিয়নে এ দুই ইউপি সদস্যদের যোগসাজসে বলিয়ারপুর গ্রামের মাঠের মধ্য থেকে প্রায় ৩ শতাধীক গাড়ি বালি উত্তোলন করে। যার বাজার মূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা।

এ বালিগুলো নাগদাহ ও খাসকররা ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য উত্তোলন করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলি নির্দেশ প্রদান করেন।

মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী বালি উত্তোলন করে খুচরা বসত বাড়িতে বিক্রয় করে। আবারো নাগদাহ ও খাসকররা, জামজামি ইউনিয়নের প্রকল্পের নামের বালি উত্তোলনের নির্দেশ দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ বালি উত্তোলনের ঘটনায় আলমডাঙ্গার বালি ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা ত্রিব্য সমালোচনা করেন। বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কোটি কোটি টাকার রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি কাজ স্থগিত রয়েছে। তবে, ইউপি সদস্যদের কেনো মৌখিক অনুমোদনের নামে তাদের বালি ব্যবসায় সহযোগীতা করছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় কয়েকজন বালি ব্যবসায়ী বলেন, বালি ব্যবসা করে আমরা সংসার চালিয়ে খেতাম। বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে আমরা কষ্টে জীবন যাপন করছি।

জেলা ও উপজেলা ঠিকাদারেরা জানান, প্রশাসনের চাপের কারণে আমরা বালি পাচ্ছি না। বালি না পাওয়ায় কোটি কোটি টাকার সরকারি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার বেলা ১২ টার দিকে মোনাকষা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে।

আটকৃত ব্যক্তি কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুল হক।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুলের সাথে রুবেলের ব্যবসায়ীক লেনাদেনা চলছি।

এরই মাঝে জিয়ারুলের নিকট রুবেল ৩ লক্ষ টাকা পাওনা থাকে। পাওয়া টাকার বিপরীতে রুবেলকে ব্যাংকের চেক প্রদান করে। কিন্তু, রুবেল ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে সে উঠাতে না পেরে পরবর্তীতে কোর্টে চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের করেন। মামলা চলমান থাকলেও জিয়ারুলের অনুপস্থিত হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে কোর্ট।

এ আদেশের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার বিকেল ১২ টার দিকে জিয়ারুলকে মোনাকষা বাজারে তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে আটক করে। গতকাল রবিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় রাস্তার প্রাইভেট ঢুকলো মোবাইলের দোকানে

আলমডাঙ্গা শহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট গাড়ি মোবাইলের দোকানে প্রবেশ করে । প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কায় মোবাইলের দোকানের ডেকোরেশনসহ বিভিন্ন মালামাল ভেঙ্গে তছরুপ হয়। এ ঘটনায় দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মিডিয়া ওয়াল্ডের মালিক শরিফ হোসেন জানান।

জানা গেছে, উপজেলার হারদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতার প্রাইভেট কার তার ভাগ্নে চালিয়ে আলমডাঙ্গা শহরে যায়।

ব্যস্ততম শহরের রাস্তার দারুস সালাম রোডের হয়ে শহরের মেইন

রাস্তায় উঠতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে উঠে যায় মিডিয়া ওয়াল্ড নামের মোবাইলের দোকানে।

এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানের মালিকসহ কর্মচারী আহত হয়। এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠ পাড়ায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

অনুষ্ঠানে হাসান কাদির গনু বলেন, পৌর নির্বাচনের আর সময় নেই। আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন মাঠে কাজ করতে হবে। ইতোপূর্বে পৌরসভায় দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা, ড্রেন, সাপ্লাই পানিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার নয়, আপনাদের সকলের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজি রবিউল হক, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ ঠান্ডু, সোহেল রানা শাহিন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, হারদি কলেজের প্রফেসর জান্টু, মুরগি ব্যবসায়ী রাব্বি, মোস্তাক, ৭ নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মাঠপাড়া গ্রামের মন্ডল আবুল কাসেম, স্কুলের শিক্ষক ঠান্টু, প্রবাসী সাইদুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে খারিজের টাকা ফেরৎ চাওয়ায় মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

মারধরের ঘটনাটি গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে ঘটেছে।

এ মারপিটের ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ রবিবার সন্ধ্যায় মীমাংসা হবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মামুন দীর্ঘদিন যাবৎ মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে।

এ সুযোগে জমি খারিজের নামে কম্পিউটার অপারেটর মামুন গত ২ বছর পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে আব্বাসের নিকট থেকে ১৪ হাজার টাকা নেয়।

গত ২ বছর পার হলেও আব্বাসে জমি খারিজ করতে অপারগতা স্বীকার করে মামুন। কিন্তু জমি খারিজ না করতে পারলেও ১৪ হাজার টাকাও আব্বাস ফেরৎ দেয় না।

বিভিন্ন সময় আব্বাস মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে গিয়ে তার টাকা ফেরৎ চাইলেও তাকে টাকা ফেরৎ দিবে দীর্ঘদিন আশ্বস্ত দেয়। ইতোমধ্যে কম্পিউটার অপারেটর মামুনের সাথে আব্বাস যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তা বৃথা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে আব্বাস এনায়েতপুর থেকে আলমডাঙ্গা বাজারে আসছিলো। চলন্ত অবস্থায় পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে মামুনের

ভাড়া বাড়ির সামনে দেখা হয়।
আব্বাস মামুনের কাছে খারিজের টাকা ফেরৎ চায়। এ সময় তাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মামুন ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাসকে গায়ের সার্টের কলার ধরে তার বাড়ির মধ্যে নিয়ে বেধরক মারপিট করে।

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর উপস্থিতে মারামারি ঠেকিয়ে দেয়। এই ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য বিভিন্ন স্থানে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ সন্ধ্যায় মীমাংসা হবার সম্ভবনা আছে বলে সূত্র জানায়।

আলমডাঙ্গায় মুজিববর্ষে ৫০ ভূমিহীন পরিবারকে জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর

‘কখনও ভাবিনি নিজের নামে এক টুকরো জমি হবে। ভেবেছিলাম স্বামী- সন্তানের সংসার নিয়ে এভাবেই একদিন চলে যাব।

কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া জায়গা ও ঘরের মালিক হবো এটা ভাবতেই খুশি লাগে। এমনটাই জানান ভূমিহীন ব্যক্তিরা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সারাদেশে ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় জমি ও ঘর হস্তান্তরের।
এরপরই আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫০ টি ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম চলে।

অনুষ্টানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী

কমিশনার ভূমি হুমায়নকবির, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হরকের উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা শারমীন, সমবায় কর্মকর্তা মজিবর রহমান, মৎস সম্প্রসারণ করামকর্তা আব্দুল মালেক, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, কাউছার আহম্মদ বাবলু, নুরুল ইসলাম নুরু, নজরুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, আবু সাইদ পিন্টু, তরিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ।

ঘন কুয়াশা: আলমডাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন

মাঘের শুরু থেকে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। শীত বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে ঘন কুয়াশা। সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা যেন চারিদিক ঘিরে ফেলছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় মাঠ-ঘাট, সড়ক-মহাসড়কসহ গোটা এলাকা।

আর এমন তীব্র ঘন কুয়াশায় চুয়াডাঙ্গা -কুষ্টিয়া এবং আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন।

গত দুই দিন ধরে ঘন কুয়াশার কারণে ব্যস্ততম সড়কগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে যান চলাচল।

গত শুক্রবার রাত ১১টার পর থেকে হঠাৎ করে বেড়েছে কুয়াশার তীব্রতা।

ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে মহাসড়কের চারপাশ।

ফলে সড়ককে সব ধরনের যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গিয়েছে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা অংশে সূর্যের দেখা মেলেনি। রাত গড়িয়ে সকাল হলেও ঘন কুয়াশায় বুঝার উপায় ছিল না, দিন আর রাতের পার্থক্য।

বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের যেসব এলাকায় গাছপালা নেই বা আশপাশে বাড়ি-ঘর নেই সেসব নির্জন জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যায়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা শহরের সড়কের পাশে বড় জলাশয়গুলোতে ঘন কুয়াশায় মহাসড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেসব এলাকাগুলোতে ফগ লাইটও কাজে আসছে না।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে হাইওয়ে পুলিশ কঠোর ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যাচ্ছে। চালকরা তখন সড়কের আঁকা বাকা বুঝে উঠতে পারে না। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কখনো রোড ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লাগছে আবার কখনো গাড়ি খাদে পড়ে যায়।

তবে এখন পর্যন্ত এ এলাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী। প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি । আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে।

আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির,

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি ।

আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান,

বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক

আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।